অপেক্ষার শেষ প্রহর

বই : অপেক্ষার শেষ প্রহর
লেখক : আদিব সালেহ
প্রকাশনায় : রাইয়ান প্রকাশন

অপেক্ষার শেষ প্রহরে

আদিব সালেহ

রাইয়ান প্রকাশন

অপেক্ষার শেষ প্রহর

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২১

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইমেইল
raiyaanprokashon@gmail.com

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মার্জিন সলিউশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭৫৯৮৭৭৯৯৯

প্রচ্ছদ
আবুল ফাতাহ

মুদ্রিত মূল্য
২০০ টাকা

Opekkhar Sesh Prohor
By Adib Saleh
Published by: Raiyaan Prokashon

©
গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনমুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্য কোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দা'য়াহর স্বার্থে গ্রন্থের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরোক্ত শর্তাবলীর লঙ্ঘন শরঈ দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

অর্পণ

আমার প্রেরণার উৎস প্রিয় বাবা-মা'কে।
যাঁদের হাত ধরে আমার এতদূর পথ চলা.....।

"চেতনার বাতিঘর তুমি,
প্রেরণার উৎস তুমি বাবা।
তোমার হাতে শৈশব গড়ে, কৈশোর পেরিয়ে হই যুবা।"

"ভালোবাসার বিশাল আঁচল
থাকে হয়ে ছায়া।
মায়ের মতো কেউ করে না,
আমায় এতো মায়া।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা, মা-বাবা'কে নেক হায়াত দান করুক। তাঁদের খেদমত করার সুযোগ রাখুক। সে আশা-ই রাখি অসংখ্য-অগণিত বার।

~আদিব সালেহ

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

এ্যারেঞ্জ মেরিজ মানেই স্বপ্ন ভঙ্গ নয় ১২
জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার ১৫
মৃত্যটা না বলেই দরজায় কড়া নাড়বে ১৬
রিযিক বৃদ্ধির কুরআনি আমল ১৮
রাসুলুল্লাহর শিক্ষাই উত্তম আদর্শ ১৯
বিয়েতে পাত্রী দেখার অদ্ভুত তেলেসমাতি! ২১
বিবাহ হোক সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে ২৪
রিলেশনের বিয়ে সুখ আনলে; সাহাবী, তাবেঈ, সালাফগণ কেন এমন বিয়ে বেছে নিলেন না? ২৬
বাবার উপর পাপ ডেকে আনে সন্তানের যে কর্ম ২৮
নারীদের বাপের বাড়ির মেহমান হওয়ার গল্প ৩০
বিনা কারণে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত্রি যাপন অপরাধ ৩৪
পেয়ে হারানোর ব্যথা ৩৫
বৈধ বন্ধনে ভালোবাসার জাগরণ ঘটবেই ৪০
প্রিয়তমা ছাড়া প্রিয়তম মূল্যহীন ৪২

দ্বিতীয় পর্ব

জীবন উৎসর্গ হোক দীনের জন্য ৪৮
রিলেশন ভেঙে, জীবন পড়ে গাঙে ৪৯
দুআয় জীবনসঙ্গী খুঁজুন! ৫০
মুনাজাতে চোখে জলে আসে না বলেই তো কাঁদতে হবে আরো ৫৩
অবুঝ শিশু তার মাকে চিনলেও আমরা রব'কে চিনতে পারি না ৫৪
কখন কাঁদবে মুমিনদিল! ৫৪
দুআ করতেই থাকুন, কবুল হবেই! ৫৬
বিবাহে দীনদারিত্ব প্রাধান্য পাক ৫৯
তালাক এখন কথায় কথায় ৬১
স্ত্রীকে স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিতকারী জাহান্নামী ৬৩

একসঙ্গে তিন তালাকের বিষয়ে জেনে নেই..... ৬৫
ঈমান: শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ৭০
শিঙায় ফুঁৎকার দিলে দিশা থাকবে তো?.....৭৫
পরিবারকে দীন শিখাতে সময় দিয়েছি কখনো? ৭৮
সন্তান গড়তে মায়ের ভূমিকা বেশি ৮১
হারাম রিলেশন জীবনে ধ্বংস ছাড়া কিছুই আনে না ৮৩
আসল বন্ধু আর শত্রু কে? ৮৮
জীবন গড়ার সময় প্রেমে পড়ি.....৯১
দু'কাঁধে থাকা পাহারাদারদের আড়াল করে পাপ করি তো?.....৯২
হারিয়ে ফিরে পাওয়া প্রিয়জন.....৯৪

তৃতীয় পর্ব

অপ্রকাশিত অর্তনাদ..... ৯৬
আড়ালেই থেকে যায় বাবাদের গল্প..... ১০৬
জেনারেলে পড়ুয়াদের মাঝেও থাকতে হবে দীনের আহ্বান ১১১
সবাই পাকা দাড়িগুলো দেখে, দাড়ি পাকার গল্পটা পড়ে না ১১৩
বেকারত্বের অভিশপ্ত গল্প ১১৪
বাবা মানে, আমাকে আগলে রাখা বটবৃক্ষ..... ১১৬
গায়ের কালো রঙটা রব থেকে দেয়া, আমার চেয়ে নেয়া নয়..... ১১৭
ভাইভায় মুশকিল সহজ করার অদ্ভুত দুআ ১২০
নিয়ত-ই বরকত ১২২
অপেক্ষার শেষ প্রহর ১২৮

চতুর্থ পর্ব

জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রয়োজন যে সব কথা ১৩৫

লেখকের কথা

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার। অগণিত দুরুদ বর্ষিত হোক মহান নবির উপর, যিনি দু'জাহানের সরদার।"

বইয়ের নাম যেহেতু "অপেক্ষার শেষ প্রহর", তাই লম্বা ভূমিকা লেখে প্রিয়দের অপেক্ষায় রাখতে চাই না। বইয়ের সৌন্দর্য রক্ষায় কিছু কথা বলব মাত্র। বইটিতে মূলত উপন্যাসের আদলে আমাদের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলে ধরা হয়েছে। যা একজন মুসলিম হিসেবে জেনে রাখা জরুরি।

এ্যারেঞ্জ মেরিজে আমাদের ভীষণ অনীহা। আমাদের মনে হয়, এ্যারেঞ্জ মেরিজ মানেই স্বপ্ন ভঙ্গ। আসলে কি তাই? আশাকরি বই পাঠে এ বিষয়ে উত্তর পেয়ে যাবেন পাঠক।

আমাদের মনে এক অদ্ভুত ধারণা কাজ করে। মনে করি দীন মানলেই আমি সুখে থাকব, অথচ রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণ দুনিয়ার মূল্য থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তাঁর (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।[১]

এ দুনিয়া ঈমানদারদের জন্য জিন্দানখানা বৈ কী?[২]

একজন দাঈর শত কষ্টে বুক পুড়বে, কিন্তু তিনি সবার দুয়ারে দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিবেন ব্যথাহীন চিত্তে। কারণ, দাঈ তো দুনিয়ায় সুখ নয়; চান আখেরাতে দূর হোক তাঁর সব দুখ।

আলোচ্য বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে একজন দাঈর সুখ-দুঃখের কিছু কথা।

আরও আলোচনায় আসবে, দৈনন্দিনের কিছু আমল। আমাদের করা কিছু ভুল। পাত্র-পাত্রী দেখার বিষয়ে কিছু কথা। বিবাহে সন্তান এবং পিতা-মাতা উভয়ের মতামত প্রাধান্য দেয়া সহ তালাক সংক্রান্ত কিছু আলোচনা।

---

[১] তিরমিযি-২৩২০

[২] মুসলিম -২৯৫৬

থাকবে বর্তমান সময়ে মহামারির আকার ধারণ করা বিয়ের পূর্বে ছেলে-মেয়েদের হারাম রিলেশনে জড়িয়ে পড়া নিয়ে কিছু কথা।

ইশ! তবুও কিছুটা অপেক্ষা হয়েই গেল। আশা করি প্রিয়রা অপেক্ষার এ কষ্টটুকু মেনে নিবেন। আর আপনার অনুভূতিটুকু টুকে দিবেন পাঠক পাতায়।

আর বই বিষয়ে আলোচনা-সমালোনা জানাতে অবশ্যই আমাকে বা প্রকাশনাকে বলতে পারেন সানন্দে।

"ভুল হলে শুধুরে নিব।

ভালো হলে উৎসাহ পাব।"

পাঠক, প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জন সবার জন্য অনেক দুআ এবং ভালোবাসা। সবাইকে মহান মালিক জাযায়ে খায়ের দান করুক। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে দীনের জন্য কবুল করুক। আমাদের সকলের হেদায়েতের জরিয়া বানাক।

মহান রবের প্রতি অসংখ্য হামদ ও সানা।

আল্লাহ তায়ালা যেন রাইয়ান প্রকাশনকে দীনের জন্য কবুল করে নেন; এ দুআ রইলো। রইলো অগণিত শুভকামনা ও ভালোবাসা।

দীনের খেদমতে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা কবুল করেন, সে আশা আর দুআ চেয়ে শেষ করছি।

বিনীত
হা: মাও: আদিব সালেহ
১৩-০৯-২০২১
adib.saleh30@gmail.com

প্রথম পর্ব

এ্যারেঞ্জ মেরিজ মানেই স্বপ্ন ভঙ্গ নয়

বসে আছি অচেনা-অজানা এক পরিবেশে।

রাত বাড়ছে আর বাড়ছে আমার মাঝে গুমরে থাকা হাহাকার। অন্যরা কাঁদে প্রিয়জন ছেড়ে আসার শোকে। আমি কাঁদছি অনেকটা রাগে, কিছুটা ক্ষোভে।

ভীষণ ভাবনাতে ডুবে আছি। আমার জীবনে এমন কোনো স্বপ্ন নেই, যা বাবা পূর্ণ করেননি বা পূর্ণ করতে চেষ্টা করেননি। কিন্তু! বাবা আমার জীবনের সবথেকে বড় চাওয়াটা অপূর্ণ রেখে দিলেন। দিলেন নিজের ইচ্ছেটা আমার উপর চাপিয়ে। শুধু বলেছিলাম, 'বাবা! কী দেখে আমার জন্য বত্রিশ বছরের মাঝবয়সী লোকটাকে পছন্দ করলেন?' উত্তরে তেমন কিছু বলেননি। শুধু একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলছিলেন, 'আজ হয়তো তোমার চোখে ছেলেটার বয়স ধরা পড়েছে, একদিন তুমিও খুঁজে পাবে বয়সের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অসাধারণ কিছু ব্যক্তিত্ব। যা আজ আছে তোমার দৃষ্টিসীমার বাহিরে।'

হ্যাঁ, আমার চোখেও ধরা পড়েছে অদ্ভুত কিছু! ঠোঁট মোটা আর নাক বোঁচা চেহারার মাঝে আধপাকা কয়েকটা দাড়ি। তাছাড়া তার মাঝে আর কী- ই বা এমন থাকতে পারে অবাক হওয়ার মতো! আমি তো এসব দেখে মোটেও অবাক বা মুগ্ধ হইনি। মুগ্ধ হওয়ার কথাও না। হয়েছি বিমূর্ষ, বিদগ্ধ।

এ বিষয়ে কথা বলে বাবাকে কষ্ট দিতে চাইলাম না। চুপচাপ মায়ের রুমে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে কতক্ষণ কাঁদলাম। জানি, মায়েদের এ বিষয়ে কিছু করার থাকে না। আমি না চাইলে বাবা এ বিয়ে দিবেন না ঠিক, তবে যে বাবা জন্ম থেকে আজ অবধি কোনো চাওয়া অপূর্ণ রাখেননি; সে বাবার মনেও কষ্ট দিতে ইচ্ছে হলো না। মনকে প্রবোধ দিলাম, সব চাওয়াই তো নিজের ইচ্ছে মতো পূরণ হয়েছে। আজ না হয় বাবার চাওয়ার কাছে নিজের চাওয়াটা বিলীন করে দিলাম। যদিও কথাটা লোকে বলে, তবে আমিও একথা বিশ্বাস করি; কোনো বাবাই তার মেয়েকে ভুল মানুষের হতে তুলে দিতে চান না, তুলে দেন না।

মেয়েরা স্বামীর বাড়ি সুখে থাকলে সবথেকে বেশি খুশি হয় তার বাবা-ভাই। এই মানুষগুলো ভীষণ পেরেশানি ভোগ করে; নিজের কন্যা বা বোনের এক ফোঁটা চোখজলে, স্বামীর বাড়িতে পুড়লে অশান্তির দাবানলে।

মায়ের আঁচলতল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শান্তির নীড়। প্রতিটি সন্তানের পরম মায়া আর পরশের স্থান। মায়ের কোলে চোখজলে ভিজতে ভিজতে কখন যে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম টেরই পেলাম না। ঘুম ভাঙল আসর নামাযের মিষ্টি আযান সুরে।

বিকেলের আকাশ আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি মুগ্ধ হই আকাশের বিশালতায়। কী অদ্ভুত ছায়া দিয়ে চলছে পৃথিবীকে! কোনো অভিযোগ নেই, নেই কোনো পরিতাপ। রবের হুকুম পালনে সে সদা বদ্ধ পরিকর।

আকাশের সাথে আমার খুব ভাব। পড়ন্ত বিকেলের সূর্যাস্তের রক্তিম আভা ভুলিয়ে দেয় সারাদিনের ক্লান্তি-অবসাদ। হৃদয়ে জাগিয়ে দেয় জেগে ওঠার জাগরণ। শেষ হয়েই তো নতুনত্বের শুরু। এ যেন জানান দেয়, সন্ধ্যার আগমন। বুঝিয়ে দেয়, দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই। সূর্য ডুবলেই তো ঘটবে চন্দ্রের আগমন। দেখা মিলবে জোছনা ভরা রাত। চোখে পড়বে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা আকাশের তারকারাজি। ধরণী পরে ছেয়ে যাবে অনাবিল এক প্রশান্তি।

এমন করে আমাদের জীবনেও অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা আসে, আসবে। এতে হতাশ হওয়ার বা থেমে যাওয়ার কিছু নেই। সূর্যের চলে যাওয়া যেমন চাঁদের আগমন, ঠিক তেমন করেই ক্ষণিকের বেদনা শেষে সুখের পসরা সাজানো চিরন্তন। তার জন্য প্রয়োজন শুধু কিছুটা সবর আর অপেক্ষা মাত্র।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আকাশের বিশালতার দিকে। সূর্যাস্তের রক্তিম আভা আকাশকে করে তুলেছে মোহনীয়। মন বলছে, যদি এভাবে থেকে যেত অনন্তকাল! কিন্তু পরক্ষণেই মন বলে উঠল, এ কেমন কথা! এরকম হলে কখনও কি আসবে সকাল?

ঠিকই তো! নতুন একটা সকালের আগমনের জন্য হলেও তো সূর্যটা ডুবে যাওয়া উচিৎ। তবেই তো দেখা পাব ঝলমলে এক রোদেলা সকালের।

হঠাৎ মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কত স্বপ্ন দেখেছি আমার প্রিয়তমকে নিয়ে। হাফেজ-আলেম হবে। রোজ রাতে তার তেলওয়াত শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ব। সকালের ঘুম ভাঙবে তার মিষ্টি তেলওয়াত সুরে। যখন তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়বেন; হঠাৎ কল করে বলবেন, প্রিয়টা! আজ জুমার বয়ানে এ বিষয়গুলো আলোচনা করব। আপনি একটু কিতাব খুলে বিষয়গুলো গুছিয়ে রাখেন না প্লিজ! আমার খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে। অল্প সময়ে খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়বে।

আমি তখন ভীষণ খুশি হব, আমার প্রিয়তম'র একটু কাজ আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে। এতো বড় প্রাপ্তির! এত কষ্ট করে এতটা বছর পড়াশোনা করার এটাই তো

সবচেয়ে বড় সফলতা। প্রিয়তম'র কাজগুলো সহজ করে দেয়া। তবুও আমি কিছুটা দুষ্টমির ছক আঁকব। কিছুটা করে নিব ভালোবাসার খুনসুটি।

এই যে হুজুর সাহেব! আমার অনেক কাজ আছে হুম!

আমি এসব কিছু করতে পারব না। আপনাকে কে বলছে এত দেরি করতে? নিজের কাজ নিজে এসে করে নিবেন। এই যে যাওয়ার সময় একঘাট্টি কাপড় তুলে দিয়ে গেলেন, এসব কে কাচবে শুনি? আমি আপনার কোনো কাজ আপাতত করতে পারছি না। আফওয়ান প্রিয়টা।

আমি ভীষণ কষ্টে হাসি থামিয়ে রাখব। কিন্তু মনে মনে ভীষণ হাসব।

আচ্ছা! তিনি কি এসব বুঝবেন? নাকি ঠিক আছে বলে ফোন রেখে দিবেন? নাহ! আমার হুজুর খুব রোমান্টিক হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি নিশ্চয়ই বুঝে নিবেন, এ আমার দিলের নয়; মুখের কথা। আমার প্রিয়তম খুব করে বলবেন কাজটা করে দিতে, আলোচনাগুলো গুছিয়ে রাখতে। আমি তখন বলব, জুমআ'র হাদিয়ার অর্ধেক ভাগ আমায় দিতে হবে কিন্তু! তিনি হয়তো তখন বলবেন,

'আচ্ছা যান পুরোটাই দিয়ে দিব।'

'সবটা না অর্ধেকটা চাই।'

'আচ্ছা বাবা তাই হবে।'

আমি আরও একটু ভাব নিব। আমি তো জানি আমার প্রিয়তম রাখতে চাইবেন না। আমার সাথে কথা বলতেই চাইবেন। আমি কপট রাগ দেখিয়ে বলব, এই ফোন না রাখলে আলোচনা গোছাব কি করে? আমার পাগলটা সরি বলে জলদি ফোন কেটে দিতে চাইবে। আমার ভীষণ ভালো লাগবে, কারণ আমার প্রিয়টা তখন খুব অভিমান করেই বলবে,

'আচ্ছা রাখি।'

তখন আমি কিছু একটা না বললে তো সারাটা পথ অভিমান করে থাকবে।

আচ্ছা ভাইয়া! আমি আপনার আলোচনাটা গুছিয়ে রাখব কেমন। আপনার এতো অভিমান করতে হবে না। জলদি আর সাবধানে আসবেন। ঠিক আছে ভাইয়া?

'কী....! ভাইয়া! আচ্ছা বাসায় এসে তারপর মজা দেখাচ্ছি।'

আমার তো সেই শৈশবকাল থেকেই এমন দুষ্টবুদ্ধির ছক আঁকা, বরটাকে মাঝে মাঝে ভাইয়া বলে ক্ষেপাব।

হঠাৎ হাসির রেখা ফুটে উঠলো মুখে। কী সব অদ্ভুত ভাবনা!

ওহ! আমি তাহলে এতক্ষণ কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। সাথে সাথে হাসিটাও ম্লান হয়ে গেল। কল্পনায় অনেক কিছুই সুন্দর। বাস্তবতায় তা হয়তো শুধু কঠিন না; ভীষণ কঠিন।

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার

কত সহজেই না স্বপ্ন দেখা যায়, যায় স্বপ্ন বোনা; কিন্তু অতটা সহজে স্বপ্নটা গড়ে তোলা যায় না।

আনা যায় না বাস্তবতায়। অন্তত মেয়েদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বপ্নটা কল্পনাতেই ভালো মানায়। বাস্তবতায় তা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে।

বড় হয়েছে এক ধরনের মানুষ জীবনে পাবার আশা নিয়ে। স্বপ্ন গড়েছে যেমন জীবনসঙ্গীর কল্পনা করে; এমন মানুষ তাদের জীবনে আসে না। চাইলেও তারা পায় না। সারাটা জীবন কাটায় ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন গড়নের মানুষের সাথে। যার মতিগতি একদম ভিন্ন। যে চলেছে সারা জীবন ভিন্ন পথে। তার সাথে কী করে জীবন কাটে এক মতে; এক পথে?

মেয়েটা স্বপ্ন দেখেছিল একজন দীনদার জীবন সঙ্গী জীবনে আসুক। গরিব হোক; তবুও সুন্নাহর আলোকে তাকে নিয়ে জীবন গড়ুক। অর্থ-বিত্ত থাকবে না; তবে তার মাঝে ভালোবাসার কোনো কমতি থাকবে না। দিন এনে দিন খাবে, টানাপোড়েনে সংসার চলবে; তবে সম্পর্কটা জান্নাত অবধি টিকবে।

তাদের সে স্বপ্ন পূরণ হয় না। বাবা-মা তুলে দেন অর্থ-বিত্তওয়ালা এক অদ্ভুত প্রাণীর কাছে। যে দুনিয়ার হিসেবের অঙ্কটা ভালো বুঝলেও আখেরাত বিষয়ে একদম আনাড়ি। পরকাল বুঝে না কানাকড়ি। সম্পদ থাকে কাড়িকাড়ি, তবে ভালোবাসায় থাকে বিশাল ঘাটতি। তার কাছে সংসার জীবন বলতে তিনবেলা দুমুঠো ভাত, শরীর মুড়িয়ে দেওয়া অদ্ভুত গহনা আর বাহারি রঙের শাড়িতে। সে বুঝে না ভালোবাসা নামে এক ভীষণ উপভোগ্য জিনিস আছে। যা শুধু একসাথে একই বিছানায় গা-ঘেঁষে রাত্রি যাপন করার নাম না। ভালোবাসা এক বিছানায় একই ছাদের নিচে সারা জীবন কাটালেই পাওয়া যায় না। আবার পাওয়া যায় বিশাল দূরত্বে থেকেও।

শতকোটি মাইল দূরে থেকে, হৃদয়ের সবটা জুড়ে বিচরণ করার নামই ভালোবাসা। তার জন্য প্রতিদিন একই বিছানায় রাত্রি যাপন করতে হয় না। তা করা যায় হাজার

মাইল দূর থেকেও। একটু কেয়ার, ছোটখাটো আবদার আর ভালোবাসার মানুষটাকে বোঝা, একান্তে তার জন্য কিছুটা সময় বরাদ্দ রাখা; এসব ছোটোখাটো জিনিসের মাধ্যমেই তো করা যায় হৃদয়ের রাজ্যে বিচরণ। গড়ে উঠে এক অমলিন, অনবদ্য জীবন।

"শত মাইল দূরে আছেন। একটু সময় দিন, হৃদয়ে আগলে নিন। তাকে বুঝুন, পাশে থাকুন। দেখবেন দূরে থেকেও কেমন যেন তার হৃদয়ের সবটা জুড়ে আপনিই বিচরণ করেছেন।"

তবে, এই জিনিসটাই যেন আমাদের করা হয়ে ওঠে না। সুখ পাখিটা কাছে পেয়েও ছুঁয়ে দেখা যায় না। অথচ পরকীয়া, হারাম রিলেশনে প্রেমিক - প্রেমিকা নামক অবৈধ সম্পর্কে আমরা এ সুখ অনুভব করতে পারি হাজার মাইল দূর থেকেও।

অনাদর অবহেলায় ফেলে রাখি; জীবনে বৈধভাবে পাওয়া মানুষটাকে।

বিয়ে ছাড়া হাত ধরে পিচঢালা রাজপথে পড়ন্ত বিকেলে হাঁটাহাঁটির সময় হলেও; বিয়ের পর বৈধ মানুষটার হাত ধরে হাঁটার আবদার বা সময়-সুযোগ উভয় পক্ষের কারোরই হয় না। অথচ বিয়ে বহির্ভূত সম্পর্কে এ নিয়ে কতশত পরিকল্পনা আর সময়ের ব্যাকুলতা থাকে; তা বর্ণনা অসাধ্য!

অবৈধ স্বাদ উপভোগ করতে করতে আজ আমরা বৈধ জিনিসের স্বাদ ভুলে গিয়েছি। গাছপাকা আম থেকে ফর্মালিন দেওয়া আম-ই আমাদের কাছে ভীষণ মিষ্ট আর স্বাস্থ্যকর মনে হয়। পল্টির নরম হাড্ডি খেয়ে খেয়ে আজ দেশি মুরগির হাড় ভীষণ বিদঘুটে লাগে। আর বিরক্তি নিয়ে বলি, 'হাড্ডি এত শক্ত ক্যা?'

মৃত্যুটা না বলেই দরজায় কড়া নাড়বে

ভাবনার আকাশে ছেদ পড়ল মায়ের ডাকে। কখন যে এরই মধ্যে আযান হয়ে গেলো টের-ই পেলাম না। ঠিক এমন করেই একদিন হঠাৎ আমাদের মৃত্যুর ঘণ্টা বেজে যাবে। আজরাইল [আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রুহ কবজে বুকপাঁজরে হাত রাখবেন। হঠাৎ করেই সময়গুলো ফুরিয়ে যাবে স্বপ্ন দেখার মতো। ঘুম ভাঙলে যেমন মনে হয়, এত অল্প সময়ে এতকিছু হয়ে গেল?

আমাদের জীবনের চাকাও এভাবে ঘুরছে। ভাবছি, আর একটু বয়স বাড়ুক! চুল-দাড়ি কিছু পাকুক। মাত্র জীবন শুরু। পড়ে আছে অনেকটা সময়। একটা সময়- সময় করে নামায পড়াটা শুরু করে দেব। আপাতত জীবনটা উপভোগ করি।

হুম জীবন উপভোগ করতে গিয়ে জড়িয়ে পড়ি শত-সহস্র গুনাহের জগতে। ভুলে যাই উপভোগ করা বাকি রয়ে গেছে পরকালীন এক দীর্ঘ জীবন। বেমালুম ভুলে বসি জীবনে ইবাদত করার সর্বোত্তম সময় জীবনের যৌবন। বুড়ো বয়সে লোকলজ্জার ভয়ে, অবসর কাটাতে কমবেশি সবাই নামাযে অভ্যস্ত হয়। তখন আর কী কাজই বা থাকতে পারে মাসজিদে যাওয়া-আসা ছাড়া?

যৌবনকালের ইবাদত আল্লাহর কাছে সবথেকে প্রিয়। তাইতো রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

"যেদিন আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না; সেদিন আরশের ছায়ায় থাকবে সাত শ্রেণির মানুষ। তাদের অন্যতম হলো- যৌবনে ইবাদত করা মানুষগুলো।"[৩]

একবার ভাবুন তো? যদি যৌবনকালটাই কেটে যায় পাপে। তবে বাকি আর থাকলো কী?

হাশরের মাঠে এক পা নড়া যাবে না পাঁচ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া। সেই খবর কী রাখি!

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

কীভাবে কাটিয়েছ জীবন? কোথায় ব্যয় করেছ যৌবন? উপার্জন করেছ কেমনভাবে? সম্পদ ব্যয় করেছ কোন খাতে? আমল করেছ কি ইলম অনুপাতে?[৪]

মন যা চায় তাই করলাম। ইচ্ছে যা হয় খেলাম। সামনে যা পেলাম মুখে পুরে দিলাম। হারাম খাবারে তৈরি শরীর জান্নাতে যাবে কী? আর দেহের পূর্ণতা তো আসে যৌবনে। বুড়ো হলে তো খাবার খাওয়ারও চাহিদা থাকে না। তখন আর ভালো হয়েও তেমন বেশি ফায়দা নিতে পারব কি?

রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

"যে শরীর বেড়ে উঠেছে হারাম খাবারে; সে শরীর প্রবেশ করবে না জান্নাতে।"[৫]

---

[৩] বুখারি-৬৮০৬
[৪] তিরমিযি-২৪১৭

সব ছেড়ে দিলাম। জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মন। যদি এই মন দূষিত হয়, তবে তো জীবনে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের স্বাদ পাওয়া বড় দুষ্কর। আপনি দূষিত মন নিয়ে বৃদ্ধকালে আল্লাহর ইবাদত করার কথা ভাবছেন?

অথচ রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন,

"আত্মা দূষিত হলে শরীরের সবটাই দূষিত হয়ে যায়।"[৬]

চোখগুলো জলে ছলছল করে উঠলো। নিজের জীবনেও তো গুনাহের কমতি নাই। আমরা তো সবসময়ই অপরের দোষ-ত্রুটি নিয়েই পড়ে থাকি। কিন্তু নিজের জীবন হাজার দোষে দূষিত। খেয়াল নেই সেইদিকে। পড়ে আছি কে কী করছে তা নিয়ে।

"আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ার কথা ছিলো নিজের জীবন। কিন্তু আমরা ভেবে পেরেশান কে কেমন!"

কিছু লোক আপনার ভুলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, চুলচেঁড়া বিশ্লেষণ করবে। এদের কথায় একটুও মন ভাঙবেন না, হৃদয়ে কষ্ট জমতে দিবেন না।

তাদের দৃষ্টান্ত হলো নর্দমায় বড় হওয়া শূকরের মতো, যে সারাদিন নর্দমায় বাস করেও নিজেকে পবিত্র মনে করে, আর অন্য প্রাণীদের মনে করে নোংরা।

রিযিক বৃদ্ধির কুরআনি আমল

এই যা! কতশত কথা লিখে ফেললাম। ডায়েরি লেখার অভ্যাসটা আমার ভীষণ পুরনো। ছোটোবেলা থেকেই ডায়েরিতে ছোটো ছোটো বাক্য লিখে রাখি। লিখে রাখতাম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কখনও ভাবনায় আসেনি কোনোদিন লিখতে বসব নিজের জীবনকাব্য। আজ নিজের জীবনের শব্দগুলো লেগে আছে ডায়েরির প্রতিটি পাতায়। নিজের ভুল, নিজের অবুঝপনা, সবকিছু!

মাগরিব নামায পড়ে নিয়মিত সুরা ওয়াকিয়া পড়তে ভুল হয় না। যেদিন হেফজ বিভাগে পড়াশোনা শুরু করি সেদিন থেকে আজ অবধি নিয়মিত পড়ে আসছি এই সুরা। আর তা তেলওয়াতে রয়েছে অনেক ফযিলত। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

"যে ব্যক্তি সুরা ওয়াকিয়া পাঠ করবে, সে কখনো ক্ষুধায় কষ্ট ভোগ করবে না।"[৭]

---

[৫] বায়হাকি-৫৫২০

[৬] মুসলিম -৪১৭৮

[৭] বায়হাকি: শুআবুল ইমান-২৪৯৮

এ জন্যেই এই হাদিসের বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] মৃত্যুর শয্যায় প্রতিরাতে তাঁর মেয়েদের এ সূরা পাঠের নির্দেশ দেন।[৮]

অভাব তো আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের সকলের উচিৎ এ সুরা প্রত্যহ পাঠের চেষ্টা করা।

রাসুলুল্লাহর শিক্ষাই উত্তম আদর্শ

বিয়েটা হঠাৎ করেই একদিন হয়ে যায়। তবে আমার পর্দাহানী হয় এমন কিছুই করেননি তিনি। যথা সম্ভব চেষ্টা করেছেন সবকিছু ঠিকঠাক করতে। কিছু জিনিস অদ্ভুত লেগেছে ভীষণ! আমার সাজসজ্জার জিনিসগুলো পাঠাতে কোনো কমতি রাখেননি। ভালো মানের এবং ভালো দামের সবকিছুই ছিল। সাথে ছিল ছোট্ট করে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা একটি চিরকুট।

"পাগলিটাকে নতুন সাজে

সাজাব প্রতিরোজ।

নিত্য কত স্বপ্ন আঁকা

মনপাঁজরে অবুঝা।

ব্যথার পাহাড় দূর সরাব

করব তারে জয়।

ঘিরতে তারে কভু দিব না

কোনো ব্যথা-ভয়।

ইতি

বাবুর আব্বু।

[৮] ইবনে কাসির-৪খ-পৃষ্ঠা-৩৪১

আমার এক বান্ধবী লেখাটা পড়ে শোনাচ্ছিল।

আর এদিকে রাগে আমার সারা গায়ে জ্বলছিলো আগুন। আমার বান্ধবীরা যখন লেখার প্রশংসায় ডুবে। আমি তখন জ্বলছি রাগে, ক্ষোভে। কত বড় সাহস! ইতি বাবুর আব্বু লিখে।

আমি কবিতা খুব পছন্দ করি। কিন্তু আমার কী হতে শুরু হয়েছে আমি নিজেও জানি না। আমার কোনো বান্ধবী বা আমার পরিবারের কোনো মেয়ে বিয়েতে এতকিছু পায়নি, যা আমি পেয়েছি। সবকিছু পেয়েও যেন কিছুই পাইনি। ওনার চাকরি এবং পড়াশোনা সবকিছু মিলিয়ে আমার গর্ব করার মতো ছিল। কিন্তু আমি যেন কিছুই পাইনি এমন একটা হতাশা নিয়ে পড়ে আছি। আমার যে এতকিছু না; চাওয়া ছিল অন্য কিছু।

আচ্ছা আমি কি ভুল করলাম বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ের জন্য রাজি হয়ে? বাবা কিন্তু আমার উপর বিয়েটা চাপিয়ে দেননি। তবে সবসময় একটা কথা বলতেন, 'মা! এমন কিছু করো না যার জন্য আমার সম্মান নষ্ট হয়। ভরসা রেখো! তোমার জন্য উত্তম কাউকেই খুঁজে আনার চেষ্টা করব। সুখ তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লাই দিয়ে থাকেন। আমরা চেষ্টা করতে পারি মাত্র। তবে বিশ্বাস রেখো, চেষ্টায় ত্রুটি থাকবে না।

ইসলাম কতো সুন্দর নির্দেশনা দিয়েছে বিয়ের বিষয়ে। বাবা-মা'কে বলেছে সন্তানের অমতে বিয়ে দিয়ো না। সন্তানকে বলেছে তোমাদের মা-বাবা খুব কষ্ট আর যত্ন নিয়ে বড় করেছে; তাদের অধিকারটুকু কেড়ে নিয়ো না। তারা যদি তোমার অবুঝ বয়স থেকে এতটা বছর অবধি তোমার দেখভাল করতে পারে। তোমার সুবিধা-অসুবিধা, রোগে-শোকে, সর্বাবস্থায় তোমার ভালো-মন্দের খেয়াল রাখতে পারে। তোমাকে আদর-স্নেহ দিয়ে এতটা বছর লালন-পালন করে বড় করতে পারে। তবে জীবনসঙ্গী নির্বাচনে নিশ্চয়ই তোমার জন্য সেরাটাই চাইবে। সবসময়ই তারা সেরাটা দিতে পারে না। ভুল করে ফেলে। ভুল জীবনসঙ্গী বেছে আনে। তবে ভুলটা ভুল থেকেই হয়ে যায়; ইচ্ছে থেকে নয়।

মানবতার মুক্তির দূত। মহানবি হযরত মুহাম্মদ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কলিজার টুকরা ফাতিমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসায় বিয়ে ঠিক করার পূর্বমূহুর্তে চলে গেলেন কলিজার টুকরার কাছে। বিয়ের পয়গাম আসছে আলীর পক্ষ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সম্মতি নিয়ে উপস্থিত জিবরাইল [আলাইহি

ওয়াসাল্লাম]। রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] রাজি এমন প্রস্তাবে। তারপরও চলে গেলেন কলিজার ধন ফাতিমার কাছে।

'মা! আলীর পক্ষ থেকে তোমার বিয়ের পয়গাম আসছে, হ্যাঁ বলব?'

পিতৃত্বের কী সুমহান আদর্শ! নবিকূল সর্দার, মদিনার সম্রাট যিনি; তিনি মেয়ের কাছে চলে আসলেন মেয়ের সম্মতি জানতে। আর আমি- আপনি এতটাই বড় হয়ে গেলাম যে, মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে পর্যন্ত প্রয়োজনবোধ মনে করি না। রাসুলুল্লাহ কত সুন্দর করে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ বলব?' কত সুন্দর শব্দ চয়ন। কী অদ্ভুত রকমের বাক্য বিন্যাস! তুমি সম্মতি দিলে তবেই এ বিষয়ে কথা চলবে; না হয় এখানেই সব বন্ধ। কেমন ছিলেন ফাতিমা! ওনি কি বাবার ঠিক করা পাত্রকে মেনে নিতেন না? তিনি বাবার প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ার মতো মেয়ে ছিলেন? তারপরও রাসুলুল্লাহ কেন এমন কাজ করলেন? এটাই উম্মতের জন্য শিক্ষা।

আমি নবি হয়ে, বাদশাহ হয়ে, যে মেয়ে আমার কথা ছাড়া এক চুলও নড়বে না, যে তাঁর বাবাকে ছাড়া কিছুই বুঝে না, তাঁর থেকেও বিয়ে বিষয়ে পরামর্শ নিয়ে বিয়ে ঠিক করতে পারলে; তুমি-আমি এমন কী হয়ে গিয়েছি যে, আমরা পারবো না?

বিয়েতে পাত্রী দেখার অদ্ভুত তেলেসমাতি!

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয়কে দেখে নিবে।

এটাই উত্তম আর রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ।

বিয়ের পূর্বে একে অপরকে না দেখলে, দাম্পত্য জীবনে ভীষণ কলহ সৃষ্টি হতে পারে। একে অপরকে ভালোও না লাগতে পারে।

একে অপরকে দেখারও একটা আদব আছে। পছন্দ না হলে বলে দিবে উত্তমভাবে। কোনোভাবেই যেন কেউ কষ্ট না পায়। তার কোনো দোষ সামনে এনে সরাসরি না বলে অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ। কারণ কেউ কাউকে বানায়নি। তার সবটা অবয়ব রবের সৃষ্টি। তাই তার সৌন্দর্য বা শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে কিছু বলা বোকামি।

দীনহীন পরিবারগুলোতে পাত্রী দেখা এবং দেখানো বিষয়ে ভীষণ বাড়াবাড়ি করে।

মা-বাবা পাত্র পক্ষের সামনে মেয়েকে বসিয়ে দেয় বাজারে ওঠানো গরুর মতো।

একজনের পছন্দে যেমন বাজার থেকে গরু কিনা যায় না; তেমন শুধু ছেলে দেখলেই বিয়েটা পরিপূর্ণতা পায় না!

মামা আসতে হবে, ভাই থাকতে হবে, ভরসা দিতে দুলাভাই রাখতে হবে, সাথে একজন বন্ধু না আসলে কেমন দেখায় না?

সবাই মিলে মেয়েটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে তো! শরীরে মাংস কতটা, লম্বা কতটুকু। চুলগুলো কোমর অবধি নামল কিনা, কেউ একজন ঘোমটা খুলে উঁচিয়ে দেখতে হবে না!

স্পষ্টভাবে বুঝে রাখুন। চোখ-কান খুলে শুনে রাখুন। মেয়ের হাত, পায়ের পাতা আর মুখমণ্ডল ছাড়া আর কোনো অঙ্গ দেখার অনুমতি নাই। চুলগুলো তো ছেলে পক্ষের কোনো নারী দেখলেই হয়; পুরুষ দেখতে হবে কেন?

শুধু পাত্র ছাড়া ছেলেপক্ষের অন্যকোনো পুরুষ কর্তৃক মেয়ে দেখা, হারাম, হারাম, হারাম। পর্দা লঙ্ঘন করার গুনাহ হবে। যে বিয়ের শুরুটা হবে দীনকে অমান্য করে। সে বিয়েতে বরকত আসে কোথা থেকে। এ বিয়ে তো শয়তানি কর্ম দিয়ে শুরু। আবার বরকতের আশাও রাখি গুরু!

এ বিষয়ে কী বলেন রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]! চলুন তাই শুনি।

বিবাহের পূর্বে প্রস্তাবিত নারীকে দেখে নেয়া সুন্নাত। এবিষয়ে রাসুলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মুগীরা ইবনে শো'বা [রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু]- কে বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "

"বিয়ের পূর্বে তুমি তাকে দেখে নাও। এ দেখা তোমাদের মাঝে প্রণয়-ভালোবাসা গভীর হওয়ার সহায়ক হবে।[৯]

সবকিছু জেনে-শুনে যখন উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের সাংসারিক জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। প্রেম-ভালোবাসার এক স্বর্গীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয় তারা। পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচাতে এ দেখা স্বর্গীয় সুধা হিসেবে কাজ করে।

[৯] তিরমিযি-১০৮৭

তার মানে এ নয় যে, মেয়েকে দেখতে বারবার ছুটে যাবেন। যখন মন চায় নির্জনতায় ডেকে নিবেন। একবার দেখা। যদি বিশেষ প্রয়োজন পড়ে; তবে দ্বিতীয়বার দেখা। বারবার তো প্রশ্নেই আসে না।

আপনি বিবাহের প্রলোভন দেখিয়ে, রেস্তোরাঁর নির্জন কক্ষে কিংবা পার্কের ঘনঘোর বাঁশঝাড়ে অথবা নির্জন উদ্যানে পাত্রীর সাথে দেখা করতে চাইবেন। সে অনুমতি আপনাকে ইসলাম কখনো দেয় না। যে সকল বাবা-মা এভাবে মেয়েদের নির্জনতায় পাঠিয়ে দেয়, তারা বাবা-মা নামের কলঙ্ক।

কিছু বাবা-মা তো এমন আছেন, ছেলেটা একটু প্রতিষ্ঠিত হলে কিংবা নামি-দামি হলে বংশ পরিচয়ে। পারলে বিয়ে ছাড়াই মেয়েকে পাঠিয়ে দিতে রাজি থাকে ছেলের বাড়ি। যতবার দেখার দেখুক; তবুও আমার মেয়েটাকেই বিয়ে করুক।

মনে রাখুন! আপনার মেয়ে বাজারের খেলনা নয়, সে আপনার জান্নাত, জাহান্নাম। তাই বিয়ের সময় মেয়ে দেখানো বিষয়ে মানতেই হবে ইসলামের বিধান।

দু'জনকে নির্জন রুমে পাঠিয়ে দেয়া হয় কথা বলা আর একে অপরকে জানা-শোনার জন্য। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ছেলে কিন্তু মেয়ের মাহরাম না; প্রয়োজনের তাগিদে ইসলাম এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছে। তবে বাড়াবাড়ি করার অবকাশ নেই। দু'জন একান্তে কথা বলতে চাইলে অবশ্যই সেখানে কোনো বয়স্ক লোক অথবা ছোটো বয়সের কেউ থাকতে হবে।

এটাই ইসলামের সৌন্দর্য। ইসলাম চায় না কোথাও প্রবেশ করুক কোনো কদর্য।

কিছুটা দুরত্ব বজায় রেখেও কিন্তু একান্তে কথা বলা যায়। বোকারাই ছেলে-মেয়েদের পাঠিয়ে দেয়, পাত্রী দেখার নামে; নির্জন কামরায়।

নবী [সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

" لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " .

"যখনই কোনো পুরুষ পরনারীর সাথে নির্জনতায় দেখা করে, তখনই তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয় শয়তান।"[১০]

[১০] তিরমিযি-১১৭১

ইসলাম একটি সুন্দর ও সাবলীল জীবনব্যবস্থা। এখানে কাউকে যেমন ঠকানোর সুযোগ ইসলাম দেয়নি; তেমনি বৈধতার আবরণে অবৈধ কিছু ঘটার সুযোগও রাখেনি।

আমাদের বাড়াবাড়ি যত ইসলামের ক্ষেত্রে। সহজ বিষয়ে আনি কাঠিন্যতা। ভুলে যাই ইসলাম পছন্দ করে বদন্যতা।

বিবাহ হোক সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে

মেয়ে দেখাদেখি নিয়ে যেমন আমাদের বাড়াবাড়ি। তেমনি বিয়েতে সম্মতি নিয়েও আমাদের আড়াআড়ি। সন্তান চায় নিজের পছন্দ বাবা-মায়ের উপর চাপিয়ে দিতে। ওদিকে তারাও জোর প্রয়োগ করেন তাদের পছন্দ করা ছেলে-মেয়েকে বিয়ে করতে।

এ বিষয় সর্বজন স্বীকৃত, বিবাহ বন্ধন খুব তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস। যেমন কনের মতামত প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ; তেমন অভিভাবকদের স্বার্থ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সংসারটা মেয়েই করবে। তাই সে এমন পরিবেশে, এমন ছেলের সাথে, জীবন কাটাতে পারবে কিনা, তাও দেখতে হবে। তাকে সবটা জানাতে হবে। ভালোমন্দ দেখার, মূল্যায়ন করার, নির্বাচন করতে মতামত দেওয়ার নৈতিক অধিকার তার আছে। এ ক্ষেত্রে মা-বাবার উচিৎ সন্তানের পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টা আগে থেকে জেনে নেয়া। সে জীবনে কেমন ছেলে চায়। কেমন জীবনসঙ্গী দেখতে বলে। এ বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া। হুটহাট একটা ছেলে ঠিক করে নিলাম, আর বললাম, তার মতামতের কী আছে? ও কী বুঝে? আমরা যা বলব, যার সাথে ঠিক করব, যাকে নির্বাচনে মত দিব, তাকেই বিয়ে করতে হবে। আমাদের মতামতই চূড়ান্ত।

এমনটা একদমই ঠিক না। সে কেমন জীবনসঙ্গী চায় তা পরিবারকে বলতেই পারে। এটা তার অধিকার। পরিবারের উচিৎ এমন পাত্র সন্ধান করা। অন্যথায় অনেক সময়ই দেখা যায়; সংসারগুলো সুখী হয় না। স্বপ্নগুলো পূর্ণতা পায় না। মনের মিল হয় না। অতিবাহিত করে এক দুর্বিষহ জীবন।

তাই বলে আমি নিজে নিজে জীবনসঙ্গী বেছে নিব? তাও একদম উচিৎ না।

বিবাহ জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। একটু ভুলে সারাটা জীবন তার খেসারত দিতে হয়। বুক ভাসাতে হয় চোখের জলে। মেয়েরা সামনে দেখা জিনিসটার পিছনে

কী লুকিয়ে আছে খোঁজে না। লাভ-ক্ষতি নিয়ে ভাবে না। মনে করে আমার সামনে যা আছে তার সবটা সত্য এবং সঠিক। জীবনের এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

ধরুন!

আপনি একজনকে ভালোবাসেন। ভীষণভাবে পেতে চান; কিন্তু আপনার বাবা অথবা মা আপনার পছন্দ করা ছেলে অথবা মেয়েকে মেনে নিচ্ছেন না। চোখ দুটো বন্ধ করুন। একটু ভাবুন। ক্ষণিকের জন্য নিজেকে একজন সন্তানের পিতা অথবা মাতা হিসেবে কল্পনা করুন।

যদি এমন ধরনের আর গড়নের ছেলে অথবা মেয়ের সাথে আপনার সন্তানের সম্পর্ক মেনে নেয়ার মতো অসীম সাহস আপনার থাকে; তবেই আপনার বাবা-মাকে দোষারোপ করুন।

নয়তো এসব ছেড়ে নিজের ক্যারিয়ার আর নিজের অগোছালো জীবন গোছানোর জন্য উঠেপড়ে লাগুন। একটা কথা মনে রাখবেন, সফলতার প্রাপ্তিটা ভীষণ সুখের আর তৃপ্তির। আপনি সফল হলে এমন ধরনের আর গড়নের মানুষ আপনার জীবনে অনেক পাবেন। কিন্তু জীবনটা অগোছালো রেখে দিলে, সারাজীবনের জন্য হেরে গেলেন। তবে তো আর প্রমাণ হলো না; আপনি কেমন যোগ্য ছিলেন!

অভিভাবকদের এখানে চুপ থাকার উপায় নেই। আপনি নিজ সিদ্ধান্তে বিয়ে করে ঠকে গেলে কিন্তু তাদের কাছেই ফিরে আসবেন। অথবা আত্মহত্যার পথ বেছে নিবেন।

অবস্থা এমন দাঁড়াল, একটা ছেলের চাকচিক্য দেখে আপনি গলে গেলেন। মুখের মিষ্টি কথায় গেলেন পটে। ছেলে বলল, আমার সোনার দোকান আছে। আপনি খুশিতে আটখানা! আপনি ভাবছেন ছেলের স্বর্ণের দোকান! ওইদিকে ছেলে বুঝিয়েছে তার বাপ সোনার টং দোকান।

এভাবে বংশের মান-মর্যাদা ধুলোয় মিশে যায়। মা-বাবা সবার কাছে ছোটো হয়।

আর জিনা, ব্যভিচার বেড়ে যায় সমাজে। ছেলেটা বিয়ে করে একসময় ছেড়ে চলে যায়। মেয়েটা দেখে সবই তো গেলো। এ দেহে আর আছে কী? দেহ বিলিয়ে কিছুটা টাকা কামিয়ে নিলে ক্ষতি কী? এভাবে হয় নৈতিকতার বিসর্জন। সুন্দর একটা জীবনের পদস্খলন।

তাই ইসলাম সুন্দর সমাধান দিয়েছে। অভিভাবকদের বলে, তুমি তোমার ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা জিদে পড়ে, খামখেয়ালি করে, নিজের মতকে চাপিয়ে দিয়ে মেয়েকে বিবাহ দিবে না। আবার কন্যাকেও বলে, তোমার অবৈধ সম্পর্ককে প্রমোট করতে কোনো পছন্দ জোর করে তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দিয়ো না।

তাদের ভালো-মন্দ যাছাই বাছাই করার সুযোগ দিয়ো। তারা তোমাদের শত্রু না; আপনজন।

রিলেশনের বিয়ে সুখ আননে; সাহাবী, তাবেঈ, সালাফগণ কেন এমন বিয়ে বেছে নিলেন না?

আপনার মনে জেঁকে আছে এক অদ্ভুত প্রশ্ন!

চেনা নেই, জানা নেই এমন একজন মানুষের সাথে সারাটা জীবন কাটাব কী করে? যদি তার হৃদয়ের পাতা পড়া না হয়, কীভাবে গড়ব সংসার জীবন?

আমাদের মনে শুধু প্রশ্নটাই জাগে। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করিনি কখনো। অথচ উত্তর আমাদের সামনেই পড়ে আছে। সেদিকে খেয়াল করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

আমাদের জীবনের আদর্শ আমাদের মা-বাবা। তাদের ভালোবাসার প্রতিদান আমি-আপনি। অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন? তারা বিয়ের আগে একে অপরকে চিনতেন না। কিন্তু একসাথে কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন।

আরও একটু এগিয়ে যাই! আমাদের দাদি-নানিরাও কিন্তু আমাদের দাদা আর নানাদের সাথে পূর্ব পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তারা রেখে গেছেন ভালোবাসার এক অনবদ্য উদাহরণ। তারা তো আগ থেকে কেউ কারও মন পড়েননি; তাহলে সেটা কী করে সম্ভব!

আরও সহজ করে বলি। আমাদের আদর্শ হলো রাসুলুল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম, সলফে সালেহীন, মুজতাহিদীন। তাঁরা কেউ কিন্তু পূর্ব পরিচিত হয়ে, খুব করে রিলেশন করে জীবন সঙ্গী খোঁজেননি। অথচ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা তাঁদের বর্ণাঢ্য দাম্পত্য জীবন। পূর্ব পরিচিতি না হয়েও তাঁরা এতটা স্মরণীয়, বরণীয় আর বরিত হলেন কী করে?

এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর - তিনটি শব্দ তাদের এতটাই পরিচিত করে দিয়েছে, যা তাদের আগ থেকে মন পড়তে হয়নি। বিবাহের দিন বলা তিনটি শব্দ তৈরি করে

দিয়েছে তাদের মাঝে ভালোবাসার এক অনবদ্য সমীকরণ। তারা কিন্তু বিয়ের আগে একে অপরকে দেখেননি এমনও হয়েছে। তারপরও তাদের মাঝে জমে ছিল নিখুঁত ভালোবাসা।

এবার আসুন পরিচয় করিয়ে দেই আশেপাশের কতক ঘটনা। যারা শুধু পূর্ব পরিচিত ছিলেন না; এতটাই চেনা-জানা ছিল যে, একসাথে কাটিয়েছেন দীর্ঘ প্রহর। চেনা-জানাটা মন অবধি স্থায়ী হয়নি, গড়িয়েছে শরীর অবধি। কিন্তু তাদের ভালোবাসার অনবদ্য সমীকরণ তৈরি হয়নি। গড়ে তুলতে পারেননি অনিন্দ্য উদাহরণ। কারণ-

হয়ে গেলে সব চেনা-জানা

হয়ে পড়ে ভালোবাসা ভঙ্গুর।

জমে না নতুন করে হৃদয়ে-

ভালোবাসা হয়ে অঙ্কুর।

মা-বাবার পছন্দেই বিয়ে করবেন। তাই বলে যাকে তাকে না। কারণ সংসারটা আপনি করবেন; মা-বাবা না। এমন যেন না হয়, যাকে তাকে গলায় ঝুলিয়ে দিলো আর আপনি পাইছি পাইছি বলে জীবন জলে ভাসিয়ে দিলেন।

আপনিও তাদের পছন্দগুলো যাছাই-বাছাই করে; তবেই হ্যাঁ বলুন।

ভালোবাসার মানুষ আর দীনদার জীবনসঙ্গী দুটো দুই জিনিস।

ভালোবাসার মানুষটা হয়তো আপনার সাথে আনন্দগুলো ভাগ করবে, জন্মদিনে মোমবাতি জ্বেলে, বিবাহ বার্ষিকীতে কেক কেটে। কিন্তু দীনদার মানুষগুলো এসব আনন্দগুলো আপনার সাথে উপভোগ করবে। তবে ভিন্ন উপায়ে, ভিন্ন কলেবরে। আপনার জন্ম দিনে বলবে, চলো রবের শোকর আদায় করি। তিনি তোমায় আমায় না দিলে হয়তো জীবনটা এত সুন্দর করে উপভোগ করা হতো না। অথবা বিবাহ বার্ষিকীতে আপনার উষ্ণ আলিঙ্গনে এসে বলবে, এইদিনে রব তোমায় আমায় দান না করলে হয়তো জীবনটা আরও কয়েকটা কাল শূন্য থেকে যেত। কঠিন হয়ে থাকতো জান্নাতে যাওয়ার পথটা। চলো দু'জন রবের শোকর আদায় করি তার কুদরতি কদমে সিজদাহ দিয়ে। তিনিই তো সব সহজ করে; তোমায় আমার করে দিলেন।